দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JAN 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দিনভর মাদ্রাসা ছাত্রদের তাণ্ডব

সংঘর্ষে আহত ছাত্রের মৃত্যুর জের

● রেল লাইনে অগ্নিসংযোগ ● ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গন, শিল্পকলা একাডেমিসহ অনেক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর আগুন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরজুড়ে গতকাল মঙ্গলবার প্রায় দিনভর ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে তার সহপাঠীরা। এ সময় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গন ভাংচুরের পাশাপাশি সুর সম্রাটের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র পুড়িয়ে দেয়া হয়। জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমপ্লেক্সের ব্যাংক এশিয়া, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রেও ভাঙচুর করা হয়েছে।

গতকাল সকালে কয়েকশ' মাদ্রাসা ছাত্র শহরের টিএ রোড, কুমারশীলের মোড়, লোকনাথ ট্যাঙ্কের পাড়সহ বেশ কয়েকটি স্থানে অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভের পর সাড়ে ১২টার দিকে ভাংচুর শুরু করে। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দিনভর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরে দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। মাদ্রাসা ছাত্ররা স্টেশনের কন্ট্রোল রুমের বোর্ডসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যাপক ভাংচুর করে। এ ছাড়া টিকেট কাউন্টারেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে ট্রেন আটকা পড়ে। মাদ্রাসা ছাত্ররা স্থানীয় সংসদ সদস্যের অফিস, শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ভাষা চত্বরের ৪টি প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষ, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহমুদুল হক ভূঁইয়ার বাসভবনেও ব্যাপক ভাংচুর করে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ১২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নজরুল ইসলাম বলেন, শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দুই প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবি মোতায়েনের পরও বেলা ৪টায় একদল মাদ্রাসা ছাত্র লাঠি নিয়ে সদর হাসপাতালে ভাংচুর চালায়। তারা স্টেশনের কাছে রেল লাইনের ওপর আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে, খুলে ফেলে স্লিপার।

যেভাবে ঘটনার সূত্রপাত : প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, গত সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে শহরের জেলা পরিষদ মার্কেটে জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার এক ছাত্র মোবাইল সেট ঠিক করাতে যান। মার্কেটের বিজয় টেলিকমের মালিক রনি আহমেদের সঙ্গে ওই ছাত্রের কথা-কাটাকাটি হয়। ঘটনার জের ধরে মাদ্রাসার একদল ছাত্র সন্ধ্যা সাতটার দিকে মার্কেটে এসে হামলা চালায়। তারা বিজয় টেলিকমসহ একাধিক দোকান ভাঙচুর করেন। হামলায় ব্যবসায়ী রনি গুরুতর আহত হন। এরপর ব্যবসায়ীরা এক জোট হয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের ধাওয়া দেন। এতে দুই পক্ষে ধ্বংযর্ষ বেধে যায়। পরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগ দেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ব্যবসায়ী ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মাদ্রাসায় আক্রমণ চালান। সংঘর্ষের একপর্যায়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অন্তত তিন ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে থেমে থেমে সংঘর্ষ চলে। এ সময় শতাধিক ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত হয়। পুলিশ জানায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা শতাধিক রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। সংঘর্ষে পুলিশের অন্তত ১০ জন সদস্য আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে গুরুতর আহত দুই পুলিশ সদস্য রাজিব ও মোশারফকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

আহত ছাত্রের মৃত্যু : ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসা কর্মকর্তা মাইনুল হক গতকাল সকালে সাংবাদিকদের বলেন, সোমবার দিবাগত রাত পৌনে তিনটার দিকে মাসুদুরকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তার বুকে ও কোমরের নিচে আঘাতের চিহ্ন ছিল। মাইনুল হক বলেন, সংঘর্ষে ওই ছাত্র আহত হন বলে মাদ্রাসার অন্য ছাত্রদের ভাষ্য। তারা জানান, মাসুদুরকে প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেয়া হয়। পরে তাকে হাসপাতালে আনা হয়।

মাসুদুর শহরের কান্দিপাড়া এলাকায় অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। সে থাকতো শহরের ভাদুঘর এলাকায়। তার বাবার নাম ইলিয়াছ মিয়া। তাদের গ্রামের বাড়ি নবীনগর উপজেলায়।

জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতি মাওলানা মোবারক উল্লাহ দাবি করেছেন, গভীর রাতে পুলিশ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের মূল ফটক ভেঙ্গে প্রবেশ করে। পরে হিফজ বিভাগের ৮টি কক্ষের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে উপস্থিত ছাত্রদের বেধড়ক মারধর করে। মাদ্রাসার ৮ম শ্রেণীর ছাত্র মাসুদুর রহমানকে (২০) মাদ্রাসার তিন তলা থেকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাত ২টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গতকাল বিকেল ৩টায় মাসুদুর রহমানের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। পরে তার সহপাঠীরা লাশ আনতে সদর হাসপাতালে গেলে কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের কাছে লাশ হস্তান্তরের কথা জানায়। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা ছাত্ররা জেলা সদর হাসপাতাল ভাংচুর চালায়। বিকেল ৫টার দিকে শহরের কাজীপাড়াস্থ জেলা ঈদগাহ ময়দানের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে নবীনগর উপজেলার বিদ্যাকূট ইউনিয়নের সেমন্তঘর গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গতকালের সংঘর্ষ : সহপাঠীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর গতকাল সকাল থেকে শহরের বিভিন্নস্থানে মাদ্রাসা ছাত্ররা জড়ো হতে থাকে। তারা শহরের বিভিন্ন সড়কে বেরিকেড সৃষ্টি করে। ফলে শহরে সবধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। শহরের খাবার ও ওষুধের দোকানসহ সব দোকানপাট বন্ধ থাকে। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিছিল করে শহরের কুমারশীল মোড় অতিক্রমের সময় ওই মিছিল থেকে কয়েকজন 'ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ' সংগীতাঙ্গনে আগুন দেয়। ঘণ্টাখানেক পর আগুন নিভে গেলে তারা ওই এলাকা ছাড়ে।

এই ঘটনার পর মাদ্রাসা ছাত্ররা কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে শহরের বিভিন্নস্থানে হামলা চালায়। পুলিশ বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। দুপুরে শহরে বিজিবি মোতায়েন করা হয়। বিজিবি ১২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক কর্নেল নজরুল ইসলাম সকালে বলেন, শহরের শান্তি- শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দুই প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন রয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সহকারী স্টেশন মাস্টার মাইনুল ইসলাম জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে সুবর্ণ ও কালনী এক্সপ্রেস আটকা পড়ে।

গতকাল বিকেল ৪টার দিকে মাদ্রাসা ছাত্ররা থানার ভেতরে ঢুকে র‍্যাবের একটি প্রাইভেট কার (ঢাকা-মেট্রো-ক-১১-৫৫৫১) ভাংচুর ও র‍্যাবের এক সদস্যকে মারধর করে। বিকেল সাড়ে ৪টায় ফকিরাপুলের উপর পুলিশের একটি রিকুইজিশন পিকআপ ভ্যান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। এসময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে প্রায় শতাধিক রাউন্ড টিয়ার সেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে।

দুই পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার ও তদন্ত কমিটি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সদর সার্কেলের এএসপি ও সদর থানার ওসিকে গতকাল প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ সদর দফতর থেকে চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি মাহবুবুর রহমানকে প্রধান করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে। আগামী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগে গতকাল সকালে জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি এক জরুরি বৈঠক করে। বৈঠকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম. এ. মাসুদ, সদর থানার সার্কেল তাপস রঞ্জন ঘোষ ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকুল চন্দ্র বিশ্বাসকে অপসারণের দাবি জানান।

জেলা প্রশাসক ড. মোশাররফ হোসেন বলেন, আমরা সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাদ্রাসার নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে।

হরতাল ডেকে পরে প্রত্যাহার : মাদ্রাসা ছাত্র মাসুদুর রহমান নিহত হওয়ার প্রতিবাদে গতকাল দুপুরের দিকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোবারক উল্লাহ সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে তারা আজ বুধবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছেন। কিন্তু পরে গতকাল সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হরতাল প্রত্যাহার করে নেয়।